بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-০৪/০৩ | বুধবার, ০৪ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৯ হিজরী | ২২/১১/২০১৭ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

"শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখে প্রকাশিত হয়েছে, আর যা তাদের অন্তরে লুকায়িত রয়েছে তা আরও বেশী জঘন্য" [সূরা আলি-ইমরান: ১১৮]

১৬/১১/২০১৭, ভারতের মহারাষ্ট্র হতে চারবার নির্বাচিত প্রভাবশালী সাংসদ ও জুনিয়র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হানস্‌রাজ গঙ্গারাম আহির ভারতীয় শিল্পসংস্থা আসোচাম কর্তৃক আয়োজিত হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিষয়ক একটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে বলে যে, অবৈধ অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তান ও চীনের চেয়েও বড় হুমকি; এবং বিদ্রুপাত্মকভাবে সে বাংলাদেশকে "তথাকথিত বন্ধু" এবং বাংলাদেশী নাগরিকদেরকে "ভয়াবহ হুমকি" হিসেবে আখ্যা দেয়। ইসলামের শত্রু এই মুশরিকের বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যে আমরা অবাক হইনি, কেননা ঠিক এই বিষয়েই আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জাল আমাদেরকে সতর্ক করেছেন, যাতে আমরা মুশরিকদেরকে 'বিতানাহ্' (বন্ধু, উপদেষ্টা, পরামর্শক, অভিভাবক, সাহায্যকারী) হিসেবে গ্রহণ না করি: **"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিন ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না- তোমরা কষ্টে থাক, এতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখে প্রকাশিত হয়েছে, আর যা তাদের অন্তরে লুকায়িত রয়েছে তা আরও বেশী জঘন্য"**। [আলি ইমরান: ১১৮]।

তাই, আমরা অবাক হই না যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি, এই মুশরিক শত্রুরাষ্ট্র ভারত রোহিঙ্গা মুসলিম ইস্যুতে বাংলাদেশকে ত্যাগ করে খুনী মিয়ানমার সরকারের পক্ষে অবস্থান নেয়, সীমান্তে পাখির মত গুলি করে বাংলাদেশের মুসলিমদের হত্যা করে, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীকে ধ্বংসের চক্রান্ত করে, ইত্যাদি। কিন্তু, আমরা অবাক হই যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি, মেরুদন্ডহীন হাসিনা সরকার মুসলিমদের শত্রু ভারতের হীন অভিপ্রায় সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া সত্ত্বেও ভারতকে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু, বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র, ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, ইত্যাদি সুশোভিত ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করে, এবং ভারতের স্বার্থে দেশের স্বার্থবিরোধী এহেন ঘৃণ্য কর্মকান্ড নাই যা তারা করে না, কিন্তু তারপরও তারা পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের এই অবৈধ সন্তানকে তুষ্ট করতে পারে না। ভারতের সাথে সম্পর্ক বিনষ্টের আশঙ্কায় ভারতীয় মন্ত্রীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্যের প্রতি হাসিনা সরকার পিনপতন নীরবতা পালন করছে।

হে মুসলিমগণ! বিশ্বাসঘাতক হাসিনার এই ঘৃণ্য নীরবতা এটাই প্রমাণ করে যে, সেও তার ভারতীয় প্রভুদের ন্যায় "ফেলানীকে" অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে তার নৃশংস হত্যাকান্ডকে বৈধ মনে করে!! এবং ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী কর্তৃক নৃশংস হত্যাকান্ডের শিকার ১৪০০ নিরীহ বাংলাদেশী নাগরিককে 'ভয়াবহ হুমকি' মনে করে! হে মুসলিমগণ, নিঃসন্দেহে ভারত আমাদের চরম ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা পোষণ করে এবং গঙ্গারামের অন্তরে যা লুকায়িত আছে তা তার মুখের কথার চেয়ে আরও বেশী জঘন্য। অথচ হাসিনা, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সতর্কবাণীকে অগ্রাহ্য করে ভারতকে "বিতানাহ্" হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মুশরিকদের অন্তরে লুকায়িত ঘৃণ্য স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সুতরাং, তাকে অপসারণের লক্ষ্যে সামরিক বাহিনীতে কর্মরত আপনাদের ভাই, পিতা ও সন্তানদের নিকট দাবী জানান।

হে নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারগণ! মদ্যপ লর্ড মাউন্টব্যাটনের পরিকল্পনা হতে সৃষ্ট পশ্চিমাদের অবৈধ সন্তান ভারতের এই কল্পিত আঞ্চলিক আধিপত্যবাদকে নিশ্চিহ্ন করুন। আমরা আপনাদেরকে ২০০১ সালের পাদুয়া (পিরদিওয়াহ্) যুদ্ধে ভারতের কাপুরুষ আধাসামরিক বাহিনীর লজ্জাজনক পরাজয় ও পশ্চাদপসরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যখন আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর স্বল্পসংখ্যক সদস্যদের হাতে তাদের অভিজাত বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য নিহত হয়। জেনে রাখুন, শুধুমাত্র বিক্রি হয়ে যাওয়া বাংলাদেশের ধারাবাহিক সরকারগুলোর বদৌলতেই ভারত এই অঞ্চলে পরগাছা হতে পেরেছে, এবং আমাদের সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান ও সাহসী যোদ্ধারা সহজেই এটিকে উপড়ে ফেলতে সক্ষম। সুতরাং, বিক্রিত এই শাসকগোষ্ঠীকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং নব্যুয়তের আদলে খিলাফতে রাশিদাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে নুসরাহ্ প্রদান করুন, একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রই ভারতের বিষাক্ত জিহ্বাকে কেটে দিবে যা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অনবরত বিষ ছড়াচ্ছে।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ